শিরোনাম
২৬ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ ■ বুধবার ■ ১১ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

সোমবার গভীর রাতে ৫৮১ বোতল ফেনসিডিলের একটি বড় চালান আটক করেছে কুমিল্লা কাস্টমস টিম।

এবার ফেন্সিডিল ধরলো কুমিল্লা কাস্টমস

শিরোনাম প্রতিবেদক

গতানুগতিক কাজের সাথে সাথে এবার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণেও দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে কুমিল্লা কাস্টমস এর একটি টিম। শুল্ক আর মূসক নিয়ে যাদের কাজ তাদের হাতে মাদক চোরাকারবারের এ বিশাল চালান ধরা পড়ায় গতকাল বিষয়টি নয়ে কুমিল্লায় ব্যপক আলোচনার সৃষ্টি হয়। ২০১১ সালে কুমিল্লা কমিশনারেট প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম ৫৮১ বোতল ফেনসিডিলের একটি বড় চালান আটক করেছে কুমিল্লা কাস্টমস টিম। সোমবার দিবাগত গভীর রাতে ফেনসিডিলসহ একটি কাভার্ড ভ্যান (লক্ষীপুর-ট-১১-০০০৭) আটক করেছে কাস্টমস ও ভ্যাট প্রিভেন্টিভ টিম। রাত আনুমানিক ১১টায় ফেনী থেকে কুমিল্লার পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড থেকে মেসার্স শুকতারা ট্রান্সপোর্টের এই কাভার্ড ভ্যানটি কুমিল্লা শহরের দিকে আসে। এ সময় ট্রাকটির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় নিবারক টিম এটি থামানোর সংকেত দেয়। সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ছালাউদ্দিন রিপন সাথে সাথে কমিশনারকে অবগত করলে আটককৃত গাড়িটি তল্লাশী করার অনুমতি দেয়। গাড়িটি তল্লাশী করে ৫৮১ বোতল ফেনসিডিলের একটি বড় চাল পাওয়া যায়। মূলত, ভ্যাট ফাঁকির পণ্য ধরতে গিয়ে ফেনসিডিলের এই চালানটি ধরা পড়ে। গত দুই মাসে প্রায় ৩০ টির অধিক ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান মূসক ও শুল্ক ফাঁকিসহ চোরাচালানকৃত পণ্য বহনের অভিযোগে আটক এবং ■ পরবর্তী অংশ ৭ পৃষ্ঠায়

কুমিল্লা কাস্টমস

১ম পৃষ্ঠার পর

১৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ছালাউদ্দিন রিপন বলেন, কার্টুনের গায়ে 'ফ্রেশ পিয়ার্স' লেখা রয়েছে। কার্টুনগুলো খোলার পর প্রতিটিতে ৯৭ টি এবং মোট ৫৮১ টি বোতল পাওয়া যায়। এসব চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদদাতা নিয়োগ করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই আমরা বড় চালান আটক করতে সক্ষম হবো। আমাদের টিম মাঠে ভালো কাজ করছে বলে নিয়মিত আমরা ভালো ফলাফল পাচ্ছি। আলোকিত কাস্টমস, আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একইসাথে শুল্ক/মূসক ফাঁকি রোধে এবং সরকারের যথাযথ রাজস্ব সুরক্ষার জন্য কুমিল্লা কাস্টমস নিবারক টিমের পক্ষে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। জানা গেছে, দ্যা কাস্টমস এক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ২ এর উপধারা (এস), ধারা ১৫ এবং ১৬ লঙ্ঘন করায় ধারা ১৭ মোতাবেক এসব আটক করা হয়। করোনাকালেও এ দপ্তরের প্রিভেন্টিভ টিমের কর্মকর্তাগণ মহাসড়কে নিয়মিত টহল প্রদান করে আসছেন। গত দুই মাস ধরে মহাসড়ক দিয়ে ফেনসিডিল পাচারের গোপন সংবাদ পাওয়া গেলেও এভাবে হাতনাতে ধরা পড়ে এবারই প্রথম। আটকের পর ট্রাকের পণ্য ইনভেন্ট্রির উদ্দেশ্যে খোলা হয়। কাভার্ড ভ্যানটির সম্মুখে শাহ আমানত লেখা থাকলেও এর গায়ে লেখা মেসার্স শুকতারা ট্রান্সপোর্ট। সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ছালাউদ্দিন রিপনের তত্ত্বাবধানে ও রাজস্ব কর্মকর্তা আহমদ সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে কুমিল্লা কাস্টমসের প্রিভেন্টিভ টিম মহাসড়কে ভ্যাট ফাঁকি দেয়া পণ্যের গাড়ি যাচাই করার সময় মাদকদ্রব্য বহনকৃত এই গাড়িটি ধরা পড়ে। গাড়িটির পণ্য পরিবহনের চালান না থাকায় ও গাড়ি চালকের কথায় অসংলগ্নতা পরিলক্ষিত হওয়ায় তা আটক করে কুমিল্লা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের সদর দপ্তরের সামনে নিয়ে আসা হয়। কাভার্ড ভ্যানের দরজা খুলে পণ্যের ইনভেন্ট্রিকালে ফেনসিডিল পাওয়া গেলে এক পর্যায়ে চালক দৌঁড়ে পালিয়ে যায়। তল্লাশির সময় ড্রাইভারের লাইসেন্স পাওয়া যায়নি। ফেনী থেকে আসার পথে পণ্যবাহিত কাভার্ড ভ্যানটি কোথাও বাধার সম্মুখীন হয়নি বলে তল্লাশিকালে চালক জানিয়েছে। খালি গাড়িতে দরজার সাথেই কার্টুনগুলো রক্ষিত ছিল। মোহাম্মদ ছালাউদ্দিন রিপন আরো বলেন অতিক্রম নয়, ব্যতিক্রম প্রত্যয়ে জিরো টলারেন্সের আওতায় চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলমান আছে। যে সকল ট্রান্সপোর্ট অবৈধ পণ্য পরিবহন করে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন গোপন উৎস-মাধ্যম ব্যবহার করে খোঁজ নেয়া হচ্ছে। এসব চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদদাতা নিয়োগ করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই আমরা বড় চালান আটক করতে সক্ষম হবো। আমাদের টিম মাঠে ভালো কাজ করছে বলে নিয়মিত আমরা ভালো ফলাফল পাচ্ছি। আলোকিত কাস্টমস, আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একইসাথে শুল্ক-মূসক ফাঁকি রোধে এবং সরকারের যথাযথ রাজস্ব সুরক্ষার জন্য কুমিল্লা কাস্টমস নিবারক টিমের পক্ষে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

অতিক্রম নয়, ব্যতিক্রম প্রত্যয়ে জিরো টলারেন্সের আওতায় চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলমান আছে। যে সকল ট্রান্সপোর্ট অবৈধ পণ্য পরিবহন করে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন গোপন উৎস/মাধ্যম ব্যবহার করে খোঁজ নেয়া হচ্ছে।